

শবি শব্দরে অর্থ হলো মঙ্গল

শবি শব্দরে অর্থ হলো মঙ্গল, আর লঙ্গি শব্দরে অর্থ হল প্রতীক। তাই শবি লঙ্গি শব্দরে অর্থ হল মঙ্গলরে প্রতীক।

👉 শবি লঙ্গিরে উপরে তনিটি সাদা তলিক (দাগ) থাকে যাহা তনিটি অংশ দ্বারা গঠিত। প্রথম অংশ শবি পঠি দ্বিতীয় অংশ বষ্ণু পঠি তৃতীয় অংশ ব্রহ্ম পঠি। যা আদি অন্তহীন সবার প্রতীক। তাই সনাতনধর্মাবলীর লোকেরো মঙ্গলরে প্রতীককে পূজা করে এটা শুধু ময়েরো নয়, সকলেই শবি পূজা করে।

স্কন্দ পুরাণে আছে বৈষ্ণব হয়ে শবিরাত্রি ব্রত করলে শবিরে কৃপায়, শ্রীকৃষ্ণরে প্রতি প্রমেভক্তি বর্ধতি হয়ে থাকে। যথাসম্ভব বৈষ্ণবদরে মধ্যে শবিরে স্থান সর্বোচ্চ। যারা প্রকৃতপক্ষে শবিরে ভক্ত, তারা শবিরে উপদেশে অনুসারে ভগবান শ্রীবষ্ণুর পাদমপদমে আশ্রয় লাভ করেন। বৃন্দাবনে গোপ বালকিগন মহাদেবে শবিরে পূজা করছিলেন। তারা শবিরে কাছে প্রার্থনা করছিলেন। তিনি যেনে তাদের আশীর্বাদ করেন, যাতে তারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পত্রিপুরে লাভ করতে পারেন। মহাদেবে শবি শান্ত এবং সহজে উপাসকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের বর প্রদান করেন। ব্রজ গোপরি যা পূজা করছিলেন তাতে তাদের কোন দোষ ছিলনা তারা নতি পরমপুরুষ ভগবানকে লাভ করার বাসনা নিয়ে শবিরে পূজা করছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণবহির্মুখ বদ্ধজীবরো পরম বৈষ্ণব শবিরে আরাধনা করছে জড়জাগতিক বস্তু লাভরে আশায়। ব্রজ গোপদিরে অনুসরণ করে ময়েরো জড়জাগতিক স্বামী পাওয়ার জন্য শবিরাত্রি ব্রত পালন করে। তাদের শবিরে মতো বর প্রাপ্তির কামনা থাকে। মন জড় বাসনা দ্বারা বঞ্চিত হলেই দেবতাদের শরণাগত হয়। রাবন শবিরে কাছে জড়জাগতিক বর লাভ করছিলেন। কিন্তু শবিরে আশীর্বাদ অপব্যবহার করার ফলে সেই আশীর্বাদ তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

সমসাময়িক হিন্দুধর্মে তনিটি সর্বাধিক প্রভাবশালী সম্প্রদায়রে অন্যতম শবৈ সম্প্রদায়রে প্রধান দেবতা এছাড়া শবি স্মার্ত সম্প্রদায়ে পূজিত ঈশ্বরের পাঁচটি প্রধান রূপরে (গণেশ, শবি, সূর্য, বষ্ণু ও দূর্গা) একটি রূপ। তিনি ধ্বংস, সংহার ও প্রলয়কারী দেবতা।

👉 অন্তর্ভুক্তি পরম সত্ত্বা (শবৈধর্ম), ত্রিমূর্তি, দেবে আবাস কলৈাস পর্বত মন্ত্র, ওঁ নমঃ শবিায়।

গায়ত্রী মন্ত্র : ওঁ তৎপুরুষায় বদ্বিমহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো বুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ।।

অস্ত্র ত্রিশূল, পাশুপতাস্ত্র

প্রতীকসমূহ, শবিলঙ্গি।

সঙ্গী সতী, পার্বতী।

সন্তান গণেশ, কার্তিকি।

বাহন নন্দী।

উৎসব শবিরাত্রি।

সর্বোচ্চ স্তরে শবিকে অসীম, সর্বোৎকর্ষ, অপরব্রতনশীল ও নরিকার মনে করা হয়। শবিরে অনেকেগুলি সদাশয় ও ভয়ঙ্কর মূর্তিও আছে। সদাশয় রূপে তিনি একজন সর্বজ্ঞ যোগী। তিনি কলৈাস পর্বতে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন। আবার গৃহস্থ রূপে তিনি পার্বতীর স্বামী। তাঁর দুই পুত্র বর্তমান। ঐরা হলেন গণেশ ও কার্তিকি। ভয়ঙ্কর রূপে

তাকে প্রায়শই দৈত্যবিনাশী বলে বর্ণনা করা হয়। শবিকে যোগ, ধ্যান ও শিল্পকলার দেবতাও মনে করা হয়।

👉 শবিমূর্ত্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল তাঁর তৃতীয় নয়ন, গলায় বাসুকী নাগ, জটায়ু অর্ধচন্দ্র, জটার উপর থেকে প্রবাহিত গঙ্গা, অস্ত্র ত্রিশূল ও বাদ্য ডমরু। শবিকে সাধারণত ‘শবিলিঙ্গ’ নামক বম্মির্ত প্রতীকে পূজা করা হয়। সমগ্র হিন্দু সমাজে শবিপূজা প্রচলিত আছে। ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রে বাংলাদেশে ও পাকিস্তানে কিছু অংশে শবিপূজার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

